দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 07 JUN 2016 ...
পৃ. ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

খুলছে শিক্ষক নিয়োগজট

এম এইচ রবিন •

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর শুরু হয়েছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ। শূন্যপদে নিয়োগ নিতে আগ্রহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে চাহিদাপত্র বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) কাছে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান আশীষ কুমার সরকার এ তথ্য জানিয়েছেন।

আশীষ কুমার বলেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত শূন্য হবে এমন আসনের তথ্যসহ শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ নিতে চাহিদাপত্র জমা দিতে হবে ২৫ জুনের মধ্যে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের আবেদন দাখিল করতে হবে।

এরপর প্রাপ্ত চাহিদাসমূহ একত্রিত করে ৩০ জুন এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রত্যাশী নিবন্ধিত প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। প্রার্থীদের ৩০ জুন থেকে আবেদন করার সুযোগ থাকবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত।

নতুন পদ্ধতিতে দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রসমূহ যাচাই ব্যতীত সম্পূর্ণ কার্যক্রম সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করবে এনটিআরসিএ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের চাহিদা তথ্য এবং এর বিপরীতে নিয়োগপ্রত্যাশীদের আবেদন করার পর সরকার নির্ধারিত কোটা ও অন্যান্য শর্তের আলোকে সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই-বাছাই শেষে মেধার ভিত্তিতে একটা পদের জন্য একজন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও নির্বাচিত প্রার্থীকে মোবাইল ফোনে এসএমএস দিয়ে অবহিত করা হবে।

আগের নিয়োগ এনটিআরসিএ থেকে শিক্ষক নিয়োগের পূর্বে শুধু পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বাছাই করে

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

খুলছে শিক্ষক নিয়োগজট

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সনদপত্র দেওয়া হতো। এরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিতেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনিয়ম-অভিযোগ এড়াতে বর্তমানে নতুন পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের সুপারিশ করবে। এনটিআরসিএর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য গত সাত মাস ধরে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ রাখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।